প্রশ্নোত্তরে ছোট্ট মনিদের সিয়াম সাধনা

[বাংলা]

للصغار فقط في رمضان

[اللغة البنغالية]

সংকলন : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

جمع وترتيب : ثناء الله نذير أحمد

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

প্রশ্নোত্তরে ছোট্ট মনিদের সিয়াম সাধনা

প্রশ্ন : ছোট্টমনিদের রোজা রাখা কখন জরুরি এবং কখন তাদের ওপর রোজা ফরজ হয়?

উত্তর : ছোট্টমনিদের বয়স যখন সাত বছর হবে, তাদেরকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হবে। যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে, তখন সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে মারধর করা হবে। যখন তারা সাবালক হবে, তখন তাদের ওপর সালাত ফরজ হবে। সাবালক হওয়ার আলামত : যৌন উদ্যমে বীর্য বা মনি বের হওয়া, যৌনাঙ্গের চার পাশে লোম গজানো, স্বপ্নদোষের ফলে বীর্জপাত হওয়া অথবা পনের বছরে পদার্পন করা। মেয়েরাও ছেলেদের মত, তবে তাদের জন্য আরেকটি আলামত হচ্ছে, ঋতুবতী হওয়া।

এ ব্যাপারে মূল দলিল হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস, তিনি বলেন : সাত বছর বয়স হলে তোমরা নিজ সন্তানদের সালাতের নির্দেশ দাও, আর দশ বছর হলে সালাতের জন্য মারধর কর এবং তাদের পরস্পরের বিছানা আলাদা করে দাও। (আহমদ, আবু দাউদ) আয়েশা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে : ঘুমন্ত ব্যক্তির থেকে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; ছোট্ট বাচ্চার থেকে যতক্ষণ সে সাবালক হয় এবং পাগল ব্যক্তির থেকে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়। (আহমদ, এ ধরনের একটি হাদিস ইমাম আহমদ রহ. আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিজিও এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিজি বলেছেন : হাদিসটি হাসান)

সূত্র : লাজনায়ে দায়েমা লিল-ইফতা : ফতোয়া নাম্বার : ১৭৮৭

প্রশ্ন : ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে পারে এমন বাচ্চাদের রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হবে কি? রোজাবস্থায় কেউ সাবালক হলে, সে রোজা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর : ছেলে হোক বা মেয়ে হোক ছোট্টমনিরা যখন সাত বছর অথবা তদোর্ধ বয়সে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে অভ্যাস গড়ার জন্য রোজা পালনের নির্দেশ দেয়া হবে। এটা অভিভাবকদের দায়িত্ব, যেমন তাদের দায়িত্ব নামাজের নির্দেশ দেয়া। যখন তারা সাবালক হবে তখন তাদের ওপর রোজা ফরজ হবে।

যে ছেলে কিংবা মেয়ে রোজা পালনাবস্থায় দিনের কোন অংশে সাবালক হবে, সে রোজাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। যেমন কোন নাবালেক বাচ্চা সূর্যাস্তের সময় রোজার হালতে পনের বছর পূর্ণ করল, তার জন্য এ রোজাই যথেষ্ট হবে। তার রোজার সূচনা ছিল নফল অবস্থায় আর শেষ হল ফরজ অবস্থায়। এ হুকুম হল, যদি সে পেশাবের রাস্তার চার পাশে গজানো লোম বা যৌন উদ্যমে বীর্যপাত হওয়ার আলামত দ্বারা সাবালক না হয়ে থাকে। মেয়েদের হুকুমও তদ্রুপ। তবে তাদের জন্য সাবালক হওয়ার চতুর্থ আলামত হচ্ছে ঋতুবতী হওয়া।

সূত্র : শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ রহ. (তুহফাতুল ইখওয়ান : পৃ. নাম্বার : ১৬০)

প্রশ্ন : পনের বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের রোজা পালনের নির্দেশ দেয়া হবে কি? যেমন নামাজের ব্যাপারে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

উত্তর : হ্যা, তারা যদি রোজা রাখার সামর্থ রাখে, তবে তাদেরকে রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম নিজ সন্তানদের ব্যাপারে এরূপ করতেন। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, অভ্যাস গড়া, এবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ইসলামি বিধি নিষেধগুলো আত্মস্থ করার নিমিত্তে অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া। তাদের পক্ষে যদি রোজা রাখা কষ্টকর বা ক্ষতিকর মনে হয়, তাহলে তাদেরকে রোজা রাখতে বাধ্য করবে না। আমি এখানে কতক অভিভাবককে একটি ব্যাপারে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করছি, যারা সাহাবায়ে কেরামের আমলের বিপরীতে নিজ বাচ্চাদের দয়া ও স্নেহ বশত রোজা রাখতে বারণ করেন। বাস্তবতা হল, বাচ্চাদের সঙ্গে দয়া ও রহমতের সম্পর্ক হচ্ছে, তাদেরকে ইসলামি বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দেয়া, এর জন্য তাদের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং এর প্রতি তাদের অন্তরে মহব্বতের সৃষ্টি করা। কারণ এটাই হচ্ছে বাচ্চাদের মূল আদর্শ শিক্ষা দেয়া এবং তাদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনার স্বরূপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম বলেছেন, "ব্যক্তি তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল এবং তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" সুতরাং অভিভাবকদের উচিত ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক বাচ্চাদের গড়ে তোলা এবং ইসলাম যেসব বিষয় তাদের ওপর আরোপ করেছে, সেগুলো তাদের দ্বারা সম্পাদন করা।

সূত্র : শায়খ সালেহ আল-উসাইমিন (কিতাবুদ্দাওয়াহ ১/১৪৫:১৪৬)

প্রশ্ন : নাবালেক বাচ্চার সিয়ামের হুকুম কি?
উত্তর : বাচ্চাদের ওপর সিয়াম ফরজ নয়। তবে অভিভাবকদের কর্তব্য অভ্যাস গড়ার জন্য তাদেরকে সিয়ামে উদ্বুদ্ধ করা। এটিই নবীর সুন্নত, যা পালন করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, ছেড়ে দিলে গোনাহ হবে না।

সূত্র : শায়খ সালেহ আল-উসাইমিন (ফকহুল এবাদাত : পৃ. ১৮৬)

প্রশ্ন : আমার ছোট্ট বাচ্চা রোজা পালনের জন্য খুব জেদ ধরে অথচ তার বয়স কম, স্বাস্থ্যও খারাপ, রোজা তার জন্য ক্ষতিকর, এমতাবস্থায় রোজা না রাখার জন্য আমি তার ওপর কঠোরতা করতে পারি?

উত্তর : যেহেতু সে ছোট্ট-নাবালেক তার ওপর রোজা ফরজ নয়। যদি সে বিনা কষ্টে রোজা রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে রোজা রাখার সুযোগ দেয়া উচিৎ। সাহাবায়ে কেরাম নিজ বাচ্চাদের রোজা পালন করাতেন। ছোট্ট বাচ্চারা ক্ষুধার জন্য কাঁদলে, খেলনা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, যদি সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রোজা তার জন্য ক্ষতিকর, তবে তাকে রোজা না রাখার জন্য বলা হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বাচ্চাদের ওপর তাদের নিজ সম্পদের ভার ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন, পাছে তারা নষ্ট করে ফেলবে; শরীরের বিষয়টা তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই শরীরের ভাল-মন্দের বিচারও তাদের ওপর সোপর্দ করা যাবে না। তবে, বাচ্চাদের তালিম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কঠোরতা কিছুতেই কাম্য নয়।

সূত্র : ফতোয়া ও রাসায়েল ইবনে উসাইমিন ১/৪৯৩

প্রশ্ন : মেয়েদের ওপর রোজা কখন ফরজ হয়?

উত্তর : সাবালিকা হলেই মেয়েদের ওপর রোজা ফরজ হয়। তারা সাবালক হয় পনের বছর বয়স হলে, অথবা যৌনাঙ্গের চার পাশে লোম গজালে, স্বাভাবিক নিয়মে বীর্যপাত হলে, ঋতুবতী হলে, অথবা গর্ভসঞ্চার হলে। এর যে কোন একটি আলামত পাওয়া গেলেই তাদের ওপর রোজা পালন ফরজ হয়ে যায়। অনেক মেয়েই দশ-এগারো বছরে ঋতুবতী হয়ে যায় অথচ তার অভিভাবকগণ ছোট্ট ভেবে তার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকে, তাকে রোজা পালন করতে বাধ্য করে না, বলেও না। এটা মারাত্মক ভুল, কারণ মেয়েরা যখন ঋতুবতী হয়, তখন থেকেই তাদের ওপর শরিয়তের সব হুকুম আরোপিত হয়ে যায়।

সূত্র : শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জাবরিন ফতোয়াসসিয়াম : ৩৪

সাবালক হওয়ার পর থেকেই মেয়েদের ওপর রোজা ফরজ হয়

প্রশ্ন : আমি যখন চৌদ্দ বছরে উপনীত হই আমার ঋজঃস্রাব শুরু হয়। অবশ্য সে বছর রমজানে আমি সিয়াম পালন করিনি। আর তা হয়েছে আমার এবং পরিবারের অজ্ঞতার কারণে। আমরা ইলমে দ্বীন থেকে দূরে ছিলাম, এ ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। পরবর্তী মৌসুমে যখন আমার বয়স পনের তখন রোজা রেখেছি। আমি কতিপয় মুফতির কাছে শুনেছি, পনের বছরের কম বয়সেও ঋজঃস্রাব হলে মেয়েদের ওপর রোজা ফরজ হয়ে যায়। আমি এর সঠিক উত্তর কামনা করছি?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত মেয়ের বয়স যখন চৌদ্দ তখনই তার মাসিক শুরু হয়েছে, অথচ সে জানতো না যে এর দ্বারা মেয়েরা সাবালক হয়। তাই সে বছর রোজা ত্যাগ করার জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। কারণ এ ব্যাপারে তার কোন ইলম ছিল না, বিধায় সে মাজুর বা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু এখন জানার পর যে রোজাগুলো মাসিক আরম্ভ পরবর্তীকালে ছুটে গেছে সেগুলোর কাজা দ্রুত আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব। কারণ মেয়েরা সাবালক হলেই তাদের ওপর রোজা ফরজ হয়।

মেয়েরা সাবালক প্রমাণিত হয় চারটি নিদর্শনের যে কোনটির মাধ্যমে:

১. পনের বছর পূর্ণ হলে।

২. যৌনাঙ্গের চার পাশে লোম গজালে।

৩. বীর্যপাত হলে।

৪. ঋজঃস্রাব শুরু হলে।

যে মেয়ের মাঝে এ চারটি আলামতের যে কোন একটি দেখা দিবে, তার ওপর রোজা ওয়াজিব। তৎসঙ্গে সেসব এবাদতও ফরজ হয়ে যায় বড়দের ওপর যেসব ফরজ।

সূত্র : শায়খ সালেহ আল-ফাওজান এর নির্বাচিত ফতোয়া : ২/১৩৩

আমি কি ছোট্ট মনিকে রোজা রাখার ব্যাপারে কড়াকড়ি করব?

প্রশ্ন : আমার বার বছরের একটি সন্তান রয়েছে, আমি কি তার ওপর রোজা রাখার ব্যাপারে কড়াকড়ি করব নাকি তার জন্য রোজা না রাখলেও চলে? উল্লেখ্য যে, তারপক্ষে সারা মাস সিয়াম পালন সম্ভব নয়।

উত্তর : উল্লেখিত বাচ্চা যেহেতু সাবালক হয়নি, তাই রোজাও তার ওপর ফরজ নয়। তবে অভ্যাস গড়ার জন্য আপনাদের উচিত তার সামর্থ অনুযায়ী তাকে রোজা রাখতে উদ্বুদ্ধ করবেন। যেমন

নামাজের ব্যাপারে বিধান রয়েছে, দশ বছর হলে নামাজের নির্দেশ দিতে হবে আর প্রয়োজন হলে মারধর পর্যন্ত করা যাবে।

সূত্র : শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ রহ. (তুহফাতুল ইখওয়ান : পৃ. নাম্বার : ১৭৩)

সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমজানের রোজা ফরজ

প্রশ্ন : আমাদের একটি তের বছরের মেয়ে সন্তান রয়েছে। আমরা যতদূর জানি পনের বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের ওপর রোজা ফরজ হয় না। কিন্তু কেউ কেউ বলছেন : মেয়েদের ঋজঃস্রাব হলেই রোজা ফরজ হয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়, আজ থেকে তিন বছর আগে থেকে যখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর ঋজঃস্রাব হচ্ছে। এখন জিজ্ঞাস্য হল, মেয়েরা কখন থেকে রোজা পালন করবে? পনের বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকে, না-কি ঋজঃস্রাব শুরু হওয়ার পর থেকে? যদি ঋজঃস্রাব শুরু হওয়ার পর থেকেই রোজা পালন করতে হয়, তাহলে গত তিন বছরের রোজার ব্যাপারে তার করণীয় কী? সে কি এ তিন বছরের রোজা কাজা করবে? আমরা এ ব্যাপারে আগে কিছুই জানতাম না। আশা রাখি আমাদেরকে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : সাবালক হলেই মেয়েদের ওপর রোজা ওয়াজিব হয়। নিম্নে সাবালক হওয়ার আলামত উল্লেখ করছি।

১. পনের বছর পূর্ণ হওয়া।
২. ঋজঃস্রাব শুরু হওয়া।
৩. যৌনাঙ্গের চার পাশে লোম গজানো।
৪. যৌন উত্তেজনায় ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া। যদিও তার বয়স হয় পনেরর নিচে।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে যেহেতু সে ঋজঃস্রাব দ্বারা সাবালক হয়ে গেছে, তাই বিগত রমজানের রোজার কাজা আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব। যে রমজানে তার ঋজঃস্রাব শুরু হয়েছে, তাকে সে রমজানের রোজাও কাজা করতে হবে। কিছু আলেমদের মতানুসারে, অন্য রমজান পর্যন্ত দেরি করার কারণে তার ওপর কাফ্‌ফারও ওয়াজিব। অর্থাৎ সামর্থ থাকলে প্রতি রোজার বিনিময়ে 'নিসফ সা' বা দু কেজি পরিমাণ দেশের প্রচলিত খাবার সদকা করা। যেমন চাল, গম ইত্যাদি। আর যদি সামর্থ না থাকে তবে শুধু রোজা রাখলেই যথেষ্ট হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন।

সূত্র : শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ রহ. (ফতোয়া ও মাকালাত : ১৫/ ১৭৩)

প্রশ্ন : বাচ্চাদের রোজা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত কী? এ কথাটি কি সত্য যে, রোজাটি হবে তার পিতা-মাতার জন্য?

উত্তর : বাচ্চাদের সামর্থ থাকলে অভিভাবকদের উচিত তাদেরকে রোজা রাখতে অভ্যস্ত করা। যদিও তাদের বয়স দশের কম হয়। আর যখন সাবালক হবে তখন তাদের ওপর রোজা রাখার ব্যাপারে কড়াকড়ি করবে। যদি সে রোজা রাখে তবে, তাকেও সেসব জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে, যার কারণে বড়দের রোজা নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চা লাভ করবে রোজার রাখার সওয়াব আর তার পিতা-মাতা পাবেন রোজা রাখানোর সওয়াব।
সূত্র : শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জাবরিন (ফতোয়াসসিয়াম : ৩৩)

প্রশ্ন : বাচ্চাদের ওপর কি রোজা ওয়াজিব?

উত্তর : বাচ্চা সাবালক না হলে রোজা ওয়াজিব হবে না। তবে অভ্যাস গড়ার জন্য রোজা রাখা উচিৎ, বিশেষ করে যখন সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী হয়। যেন সাবালক হওয়ার পর তার জন্য রোজা রাখা সহজ হয়। অন্যথায় সাবালক হওয়ার পর হঠাৎ করে রোজা রাখা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

হাদিসে আছে, যখন আশুরার রোজা ফরজ হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম নিজ বাচ্চাদের রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বলেছেন : যদি বাচ্চাদের কেউ খানা চাইত, আমরা তাকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে দিতাম। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবেই তাদের রোজা পালন করাতাম।